অনাচার

আশাপূর্ণা দেবী

লেখক পরিচয়

[আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ - ৯৫) কোন স্কুল - কলেজে পড়ার সুযোগ তাঁর হয়নি । মাত্র পনের বছর বয়সে কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় । দীর্ঘ জীবনে গৃহবধূ ও মায়ের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে করতেই তাঁর সাহিত্য - সাধনা অব্যাহত থেকেছে । মাত্র তের বছর বয়সে তাঁর প্রথম লেখাটি "শিশুসাথী" পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই "ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা" (১৯৩৮) তাঁর প্রথম উপন্যাস "প্রেম ও প্রয়োজন" প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে । তাঁর লেখায় উগ্রতা ভরা কাজ নেই । মধ্য বিত্ত নারী ও পুরুষের জীবনের কাহিনী তার গল্পে সাবলীল অথচ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়েছে । সাদা চোখে তিনি জীবনকে যেমন দেখেছেন সজীব অথচ ঘোর প্যাঁচ বর্জিত ঘরোয়া ভাষায় অনায়াসে তাকে জীবন্ত করে তুলতে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য প্রশ্নাতীত। নারীর মর্যাদা বোধকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন । তার দৃষ্টি গোঁড়ামি থেকে মুক্ত এবং আধুনিক । তবে আধুনিকতার চোখ ঝলসানো অন্তঃসার শূন্যতাকে প্রশ্রয় দেন নি । তিনি নারীর মর্যাদার এক নম্বর সমর্থক হলেও পুরুষ বিরোধী উগ্র নারীবাদী নন । বাঙালি নারীদের প্রেরণা প্রদায়িনী এই লেখিকা জীবনে প্রভূত শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন । তাঁর সর্বাপেক্ষা আলোচিত ও প্রশংসিত ট্রিলজি "প্রথম প্রতিশ্রুতি", "সুবর্ণলতা", "বকুল কথা" । এই গ্রন্থগুলিতে বঞ্চিত, অবহেলিত নারীদের দুঃখবেদনার অশ্রু সজল চিত্র অঙ্কনে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। প্রথম প্রতিশ্রুতি গ্রন্থটির জন্য ১৯৭৮ সালে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার জ্ঞান পীঠ পান। এছাড়াও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন, যেমন — রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি । বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেছে । তিনি অজস্র লিখেছেন – প্রায় ১৭৬টি উপন্যাস, ছোট গল্প সংকলন ২৫ টি, ছোটদের বই ৪৭ অন্যান্য সংকলন প্রায় ২০টি । বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর প্রায় ষাটের বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ।]

সুভাষ-কাকিমার নামে একেবারে ছিছিকার পড়ে গেল । মেয়েমানুষ যে এত বড়ো কঠিন প্রাণ হতে পারে এ যেন ধারণার অতীত ।

মেয়েমানুষ কেন, কোনো মানুষের পক্ষেই কি সম্ভব ? যে কঠোর কাজ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব, তেমন কাজ যদি কোনো মেয়েমানুষে অম্লানবদনে করতে পারে, তাহলে তাকে লোকে কী না বলবে ।

কতটুকুই বা বলতে পারবে ?

আমার নিজের কাকিমা আর মা বাড়ি এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন, বোধ হয় মনের ওপর কতবড়ো একটা ধাক্কা সামলাতে ।

সুভাষ-কাকিমারা আমাদের জ্ঞাতি নয়, কাজেই অশৌচের বালাই নেই । তাছাড়া—মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে সধবা মানুষের নাকি তক্ষুনি স্নান করতে নেই । তাই মা কাকিমা কাপড় ছেড়ে বসেছেন। পিসিমা একেবারে ঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে ফিরলেন ।

উঠানে দাঁড়িয়ে ভিজে থানের আঁচলটা নিঙড়ে নিঙড়ে সেই নিঙড়ানো জলটুকু দিয়ে পা ধুয়ে দালানে উঠে পিসিমা চাঁচাছোলা মাজাঘষা গলায় বলে উঠলেন—যাক, এতদিনে গিরীনখুড়োর হাড় কখানা জুড়োল । আহা, আজন্ম দুঃখী । রোগে-শোকে জরজর দেহখানা টিকে ছিল শুধু পরমায়ু ফুরোয়নি বলেই । নইলে মরেই তো ছিলেন ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. "মেয়ে মানুষের এত বড়ো কঠিন প্রাণ হতে পারে, এ যেন ধারণার অতীত" —কার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে ?
2. গিরীন খুড়ো কে, তিনি আজন্ম দুঃখী ছিলেন কেন ?

আলনা থেকে শুকনো মটকার থানখানা পেড়ে নিয়ে পরে মার কাছাকাছি বসে পড়ে থানের আঁচলখানা দিয়েই ন্যাড়া মাথাটা ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন পিসিমা ।

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন – 'মানুষজন্ম' হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি !

– তুমি তো সেদিনের মেয়ে বউ, তুমি শোনোনি—সে কিছু মস্ত কথা নয় । জগতের কেউ কখনও শুনেছে ?

কাকিমা বললেন—আমি শুধু ভাবছি—পারল কী করে ? প্রাণ ছিঁড়ে পড়ল না । একদিন নয়, আধ দিন নয়, ছ-সাত মাস । এই দুরন্ত সংবাদ চেপে রেখে স্থির থাকা, উঃ ভাবাই যায় না !

—পাষাণে তৈরি বুক !—বললেন মা ।

পিসিমা বললেন—ওগো কার ভেতরে কী থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে । সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিল, তখন মনে হত বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই । তারপর—ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেল কেন, তাই বা কে বলবে ? আমার মনে নিচ্ছে— বউ-এর ভেতরের অন্য গুণ টের পেয়েই

সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছল ।

জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না । মানুষকে ধিক্কার দেবার যত রকম ভাষা আছে, সব এঁরা একে একে ব্যবহার করবেন । শেষ পর্যন্ত সংসারের কাজের তাড়ায় যদি ওঠেন ।

চুপচাপ খানিক শুয়ে অবেলায়, অন্যমনা-ভাবে বেরিয়ে পড়লাম ।

আজ রবিবার । রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফেরার কথা । কিন্তু কিছুতেই যেন ইচ্ছে হল না । সারাদিন সুভাষ-কাকিমা সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে শুনতেই বোধ করি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ।

নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবন, সামান্য একটু আলোচনার বস্তু পেলে এরা আষ্টেপৃষ্ঠে তার সদ্‌ব্যবহার না করে ছাড়ে না । সে জায়গায় এত বড়ো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার । এরপর সুভাষ-কাকিমাকে কোন্ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হতে হবে কে জানে !

আচ্ছা, সুভাষ-কাকিমা কি কোনো গর্হিত অপরাধ করেছেন ? না কি কুলধর্ম নষ্ট করেছেন ? না সামাজিক কোনো অনাচার করেছেন ? কী যে করেছেন সে কথা বলা বড়ো শক্ত । যা করেছেন, সে কাজ বোধহয় কেউ কখনও করেনি, তাই সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখনও হয়নি ?

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সুভাষ কাকিমা কি কোনভাবে কুলধর্ম নষ্ট করেছিলেন ?
2. সামান্য আলোচনার বিষয়কেও কোথায় বিরাট করে দেখানো হয় ?
3. দীনেশ রায়ের রোয়াকে বসা ব্যক্তিদের কাউকেই চেনা যাচ্ছিলনা কেন ?

ফিরতি পথে দেখি দীনেশ রায়ের বৈঠকখানার উঁচু রোয়াকে বসে জনকতক মিলে ওই আলোচনাই চালাচ্ছে । রোয়াকের সিঁড়িতে তিন চারটে হ্যারিকেন লণ্ঠন নিবুনিবু অবস্থায় কমিয়ে বসানো আছে । অন্ধকারে ঠিক চেনা কাউকেই যাচ্ছে না ।

শুক্লপক্ষে কেরোসিন খরচের দরকার বড়ো হয় না, রাতবিরেতে পথ হাঁটতে একটা লাঠি ঠকঠকই যথেষ্ট । কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র । আজ গ্রামে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে, আজ সন্ধ্যার পর থেকে পথে বেরোতে হাতে একটু আগুনের ছোঁয়া থাকা ভালো ।

গ্রামের লোকের অন্ধকারে চোখে মানিক জ্বলে । আমাকে দেখে দীনেশ রায় হাঁক দিলেন—কে যাচ্ছে ওখানে ? মনোতোষ না কি ?

বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম ।

দীনেশ রায় বললেন—আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবজি ?

বললাম—বিকেলে বেরিয়েছি ।

—আচ্ছা বোসো একটু । এই সুরেনদা তো তোমাদের দোর দিয়েই যাবেন, এক সঙ্গে যেয়ো, আলো ধরে দাঁড়িয়ে দেবেন তখন ।

—দরকার হবে না ।—বলে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু যেতে দিচ্ছে কে ?

দীনেশ রায় উদারকণ্ঠে বলে উঠলেন—তোমার দরকার নেই, আমার দরকার আছে । আমি তোমায় একা আঁধারে ছেড়ে দিতে পারি না । এসো এসো ।... তারপর আজ আর ফিরবে না বুঝি ?

— আজ্ঞে না । কাল যাব ।

— কাল ছুটি আছে নাকি ?

— নাঃ, ছুটি কীসের ?

— তবে ?

জানি উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না । এই এঁদের বিশেষত্ব ।

বললাম—এমনি গেলাম না আজ,ভালো লাগল না ।

দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন—হুঃ ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে ? দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেছ একেবারে কী বলো ? সুভাষের স্ত্রী কীর্তিকলাপ শুনলে তো ?

—শুনলাম ।

— বলি তোমরা তো কলকাতায় থাক হে, অনেক রকম কেতা দেখা অভ্যেস; এমন কেতা দেখেছ সেখানে ?

বিনীতভাবে বললাম—আজ্ঞে না ।

সুরেন সরকার গলা ঝেড়ে বললেন—সাফাই শুনলে তো ? বলে কিনা বুড়োমানুষটার মনে দাগা লাগবে বলে—তাই ! শ্বশুরের জন্যে প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছিলেন । ছেলে ভোলানো আর বলে কাকে !... বলি—তুই পারলি কী করে তাই বল ?

— অসৎ মেয়েদের রীতির কথা ছেড়ে দাও সুরেনদা, তারা কী পারে আর না পারে !... খবরটা বুড়োর কানে উঠলেই তো—মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত ।

মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম ।

বললাম—আচ্ছা কাকা, আমি চলি ।

— আঁধারেই চললে ?

—হ্যাঁ । — নেমে পড়লাম ।

দীনেশ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—বলি পৈতে গাছটা গলায় আছে তো হে ? না কি কলকেতার ফ্যাশানে ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ ? গাছতলা দিয়ে যাওয়া—মানো না তো কিছু ! মৃত আত্মা তিনদিন তিনরাত জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না, ঘুরে বেড়ায় বুঝলে ?

গাছতলা দিয়ে যেতে যেতে আবার বাড়ির বিপরীত দিকে ঘুরলাম ।

মৃত আত্মা জায়গা ছেড়ে না নড়ে যদি তিনদিন ধরে সেইখানেই মরে, তাহলে গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও নিশ্চয় কাছে-পিঠে কোথাও ঘুরছে । এসব কী না টের পাচ্ছে এ সব আলোচনা শুনতে পাচ্ছে।

কী হচ্ছে সে আত্মা ? সন্তুষ্ট ? না কি এইসব গ্রাম্য বৃদ্ধদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে চাইছে ? কে জানে কী ।

সুভাষ-কাকিমার প্রতি খুব বেশি স্নেহভাব তো কখনও দেখিনি তাঁর । তাছাড়া – সুভাষকাকা "সিনেমা সিনেমা" হুজুগ করে বম্বে চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তো যত দূর নয় তত দুর খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন, পুত্রবধূর ওপরও কম খাপ্পা হননি । অবশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না ।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. গিরীন খুড়োর ক'টি সন্তান ছিল ? সুভাষ তাঁর কোন সন্তান ?
> 2. চরম দারিদ্র্যে সুভাষ-খুড়িমা কীভাবে সংসার চালাতেন ?

ছটি সন্তানের মধ্যে সুভাষ তাঁর শেষ অবশিষ্ট সন্তান। সেই ছেলেও যদি বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়, তার স্ত্রীর ক্ষমতা থাকে না ধরে রাখবার, তাহলে কী করে তিনি সেই অক্ষমতাকে মার্জনা করতে পারেন ? কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন বউ-এর ওপর ?

বৃদ্ধ শ্বশুর আর তরুণী পুত্রবধূ—এই সংসার । শ্বশুর যদি রাগ করে সাবু বার্লি সমেত ভারি কাঁসার বাটিটা যে আন্দাজি ছুঁড়ে মেরে বউ-এর কপাল ফাটান, তাহলেও কেউ ধরবার নেই ।

প্রথম প্রথম নাকি খুব চিঠির ঘটা ছিল সুভাষকাকার, টাকাও পাঠিয়েছিলেন কবার, কিন্তু মাস ছয়-সাত আর কোনো খবর নেই ।

না টাকা না চিঠি । সংসারে দারিদ্র্যের চরম । পাড়ার গিন্নিদের দিয়ে নিজের যা একটু সোনাদানা ছিল, সেও বিক্রি করিয়েছিলেন সুভাষ-খুড়িমা ।

বম্বে গিয়ে সুভাষকাকা যে কোনো কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেলেন সে বিষয়ে আর কারুর মনে সন্দেহ ছিল না ।

ওদের যে কী করে চলে, সেকথা গ্রামের কেউ কোনোদিন ভেবে দেখেনি, কিন্তু ওদের নিয়ে

আলোচনার অন্ত ছিল না।

একটা অসহায় মেয়েমানুষ যে নিজের জোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, স্বামী অনাসক্ত হয়ে গেছে বুঝেও ভেঙে পড়বে না, সব সময় হেসে কথা কইবে লোকের সঙ্গে, এটা সত্যিই বড়ো দৃষ্টিকটু। কিন্তু সে তো তবু সহ্যের সীমানায় ছিল। আর আজ যা জানা গেল। এ যে সহ্যের অতীত।

আজ যা জানা গেল– সেটা হচ্ছে এই–গিরীনঠাকুরদার মৃতদেহ যখন পড়ে, আর বাড়ি লোকে লোকারণ্য, তখন সুভাষ-কাকিমা পাড়ার সমস্ত মান্যগণ্য ভদ্রলোকদের সামনে একখানা খামের চিঠি ফেলে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন–এই নিন, এ চিঠি পড়ুন। পড়ে আমার কী কর্তব্য আদেশ দিন। যদি কোনো প্রায়শ্চিত্তের দরকার থাকে, তার ব্যবস্থাও দেবেন।

একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম সব।

প্রবীনেরা সকৌতুহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন এই ভেবে যে-গিরীনঠাকুরদার হয়তো লুকানো টাকাকড়ি কিছু ছিল সেই সংক্রান্ত কোনো লেখাপড়া।

মুখছেড়া খাম, পুরানো চিঠি, বার করতেই যতগুলো সম্ভব মাথা তার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু এ কী ? এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা ?

প্রবীণদের মুখভঙ্গি দেখে, যারা চিঠি পড়েনি তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল–ব্যাপারটা কী ? ব্যাপারটা কী ?

সতীশ কুন্ডু ক্ষোভ এবং ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে, চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বললেন–সকলেই যখন এখানে উপস্থিত আছেন, বলে ফেলাই ভালো। সুভাষ বাবাজি আজ সাত মাস হলো গত হয়েছেন। বম্বে থেকে তাঁর এক বন্ধু যথা সময়েই জানিয়েছিলেন, তবে বউমা এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সুভাষ কাকিমা চিঠিটা কাদের দেখতে দিয়েছিলেন ?
2. চিঠিতে কী লেখা ছিল ?
3. উপস্থিত ভদ্রলোকদের কাছে কাকীমা কী প্রশ্ন করেছিলেন ?
4. চিঠি দেখার আগে ভদ্রলোকেরা কী ভেবেছিলেন ?

ঘরের মধ্যে কি বাজ পড়ল !

মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখার সংবাদ এমন কিছু নতুন নয়। সময়ে অসময়ে অবস্থা বিবেচনা করে লোকে এমন করে থাকে কখনও কখনও। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গোপন করবে স্ত্রী ? উদ্দেশ্যটা কী?

ভিড়ের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠল।

প্রবীণারা চোখ গোল করে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, আর সুভাষ-কাকিমা ভাবলেশশূন্য মুখে শ্বশুরের অসুখের সময়ে ব্যবহৃত ওষুধের শিশি, কাচের গেলাস, পিকদানি, কাঁথাকানি, জামাকাপড় ইত্যাদি একত্রে জড়ো করতে লাগলেন । অতঃপর কে একজন মহিলা বললেন—হ্যাঁ সতীশ, বউমার করণীয় কাজ তাহলে কী হবে ?

সতীশ কুন্ডু বললেন—আপনারাই বলুন । আমার এই ষাট বছর বয়সে এমন ঘটনা তো দেখিনি সত্যদি, অজান্তে হয়—সে আলাদা । বলে অজান্তে সাপের বিষে দোষ লাগে না ।

সত্যদি বললেন—ছাইপাঁশ শাখা সিঁদুরের ব্যবস্থা নয় আমি করে দিলাম, কিন্তু একটা প্রাচিত্তিরের দরকার তো ? জেনে শুনে এমন অনাচার !...হ্যাঁ গা বউমা, এ চিঠি চেপে রাখবার বুদ্ধি তোমায় কে দিলে বাছা ?

সুভাষ-কাকিমা মুখ তুলে, কে জানে হয়তো বা একটু হেসেই বললেন—বুদ্ধি আর কে দেবে পিসিমা ? বোধহয় আমার দুর্মতিই দিয়েছে ।

– যাই হোক, বলি এর একটা মানে তো আছে ? যদি উড়ো চিঠি বলে অবিশ্বাস এসে থাকে, পাড়ার পাঁচটা বিচক্ষণ লোককে দেখাতে হয় তো ?

– অবিশ্বাস তো করিনি পিসিমা ।

– তা হলে ?

সুভাষ-কাকিমা এইবার হাতের কাজ থামালেন, স্থির ভাবে বললেন—ভেবেছিলাম বাবা বুড়োমানুষ, জীবনভর অনেক শোকতাপ তো পেয়েছেন, মরণকালে না হয় আর নাই পেলেন ।

– এইটাই কি আর একটা সহজ মানুষের মতন কাজ হল বাছা ? —সত্যপিসি বললেন—যে যার কর্মফল নিয়ে এসেছে, ভোগ না করে উপায় কী ? এই যে তুমি ছমাস ধরে জেনে শুনে তার ভিটেয় বসে বিধবা হয়ে সধবার আচরণ করলে, তাতেই কি তার ভালো করলে ? এতে তার আত্মার অসদ্‌গতি হবে না ?... যাক এখন ভট্‌চাজকে ডাকো, কী বলে সে দেখি । নারায়ণ নারায়ণ !

ভট্‌চাজও 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে এলেন । শুনে এসেছেন তো সব ।

তিনি বিধান দিলেন, যেহেতু গিরীন ঠাকুরদা শ্বশুর, সেই হেতু তাঁর শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূর বৈধব্যসাজ গ্রহণ দৃষ্টিকটু । অতএব মৃতদেহ বার করার আগেই সুভাষ-কাকিমার শেষকৃত্য করে দেওয়া হোক ।

সুভাষ-কাকিমা বললেন—আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা ? না, আমি একা

গেলে চলবে ?

সত্যপিসি গম্ভীর বদনে বললেন—তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি তবে আমার তো একটা কর্তব্য আছে ? সেই আঠারো বছর বয়েস থেকে এই কাজে চুল পাকালাম ।... নাও চলো । থাক থাক গামছা কাপড় কিছু নেবার দরকার নেই । নাও দীনেশ, তোমরা ততক্ষণ ইদিক্‌কের গোছগাছ করো ।

এত বড়ো একটা কান্ডে সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার কোনো সুযোগই দিলেন না দেখে বোধহয় চটে গেলেন সত্যপিসি ।

এ সব হল সকালের কথা । রবিবার বলেই আমি ছিলাম ।

এখন বাড়ির বিপরীত মুখে চলতে চলতে– কোনো আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে কে জানে—গেলাম গিরীন ঠাকুরদারই বাড়িতে । রাত হয়ে গেছে । সে কথা আগে খেয়াল হয়নি, খেয়াল হল সুভাষ-কাকিমার দরজায় এসে ।

ইতস্তত করে চলেই আসছিলাম, হঠাৎ দেখলাম পঞ্চা কলুর ছোট মেয়েটা বেরিয়ে এসে বলল--দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে ? কাকিমা শুধালো কিছু দরকার আছে ?

বললাম—না, এমনি দেখতে এসেছিলাম । তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি ?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, মা পেইঠে দেল । বললে—"বুড়ো তো মল, বামুনদিদি একা থাকবে ? নন্দী, তুই যা আত্তিরটুকু থাকগে !"

—পাড়ার আর কেউ নেই ?

—না তো !

কথার মাঝখানে সুভাষ-কাকিমা বেরিয়ে এলেন । জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় সাজসজ্জার পরিবর্তন বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না তাই রক্ষে ।

সুভাষ-কাকিমা আমার চাইতে বয়সে বড়ো নয়, নিজের কাকিও নয়, তাই প্রণাম কখনও করিনি, অতএব "ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম !

বললেন—মনোতোষ না ? এমন সময় এদিকে ?

— ভাবলাম আপনার একটা খবর—

— এসেছে তো ভালোই হয়েছে ভাই—বলেই থামলেন, সামান্য একটু হেসে বললেন—'ভাই' বলেই বলছি কিছু মনে কোরো না, 'বাবা বাছা' করে বলতে পারি না । বলছি—গ্রামে আর কাউকে

বলতে পারিনি, তোমায় বলছি—তোমার কাকার তো পারলৌকিক কাজের কিছুই হয়নি, এতদিন পরে কিছু হয় কিনা, কিংবা কী হয়, তোমাদের কলকাতার কালীঘাটের কোনো পন্ডিতকে জিজ্ঞেস করতে পারো ?

বললাম—আচ্ছা !

—আর শোনো, ওই সঙ্গে আমার কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি দেন ।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরেই বললাম—কেন ? আপনার আবার প্রায়শ্চিত্ত কীসের ?

— মস্ত একটা পাপ তো করলাম এতদিন ধরে ? বিধবা হয়ে জেনে শুনে সে খবর চেপে রেখে সধবার আচরণ করা ! হিন্দুধর্ম কি এতটা অনাচারের ভার সইতে পারবে ?

আমি গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলাম 'পাপ' বলে নিজে স্বীকার করেন আপনি ?

— করেছি বইকি ভাই, হাজার হোক হিন্দুরই মেয়ে তো ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের লোভটাও মস্ত হয়ে উঠেছিল । ভাবলাম বুড়ো মানুষকে এই শেষ জীবনে আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিই কেন ? ওঁকে পুত্রশোকের হাত থেকে রক্ষা করতে তো আমিই পারি ? দেখি না ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে । তাই রাবণ রাজার মতো নিজের মৃত্যুবাণ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে তুলে রাখলাম ।

রাগ করে বললাম—তা যথাসময়ে তো আবার নিজে হাতেই বার করে দিয়েছেন । এতদিনের যন্ত্রণার কথা থাক, আজকের লাঞ্ছনাতেও কি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি ?

সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—কী জানি বুঝতে পারছি না । মনে হচ্ছে একটা কিছু শাস্তিই হোক ! খুব কঠিন শাস্তি ! এতদিন ধরে হেসে গল্প করে সহজ হয়ে বেড়ানোর জন্যে ভয়ংকর কোনো শাস্তি !... অজান্তে সাপের বিষ খেলে দোষ হয় না জানি, কিন্তু জেনে বুঝে সে বিষ হজম করলে ? তার জন্যে শক্ত বিধান শাস্ত্রে নেই ?

উত্তর জোগাচ্ছিল না । হঠাৎ বারো বছরের 'নন্দী' চৈতন্য করিয়ে দিল—দাদাবাবু এবার ঘরে যাও । গাঁ ঘরের নোক তো ভালো নয় । কোথায় আনাচকানাচ দে' দেখবে আর কুচ্ছো রটাবে । 'আত' হয়েছে তো !

কথাটা বড়ো নিদারুণ সত্যি !

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও এক কথায় উলটো মুখ ধরতে পারাও শক্ত । তাই বললাম—একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করব কাকিমা, গিরীনঠাকুরদা আপনার সঙ্গে যা ব্যবহার করতেন, সে তো কারুর অবিদিত নেই ? অথচ তার জন্যে —

– এটা কী একটা কথা হল মনোতোষ-কাকিমা হেসে ফেললেন–উনি রাগের মাথায় যখন তখন আমার মাথা লক্ষ করে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন বলে আমি জেনে বুঝে ওর মাথায় লাঠি বসানোর ভারটা নেব ?

– কিন্তু লোকে কি এর মর্ম বুঝল ?

– লোকের বোঝাটাই শেষ কথা নয় ভাই !

– আচ্ছা আর একটি শেষ কথা–কিছুতেই এ সন্দেহকে দূর করতে পারছি না । ভাবছি কী করে পারলেন ?

সুভাষ-কাকিমা এবারেও একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন–সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি না মনোতোষ–কী করে পারলাম ?

জেনে রাখো

অনাচার	—	প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়া।
প্রায়শ্চিত্ত	—	পাপ দূর করার জন্য বিহিত বা নির্দিষ্ট কর্ম করা ।
শেষকৃত্য	—	মৃত্যুর পর যে নিয়মাদি পালন করা হয় ।
গুঞ্জন	—	অস্ফুট ধ্বনি
তাজ্জব	—	অবাক
অম্লান বদনে	—	অনায়াসে
নিস্তরঙ্গ	—	শান্ত, যেখানে কেউ নেই ।
গর্হিত	—	অন্যায়
দাগা	—	আঘাত

পাঠ পরিচয়

সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে সুভাষ কাকিমা সত্যিই অন্যায় করেছেন কিনা, তার বিচার কে করবে ? বৃদ্ধ শ্বশুরকে মানসিক আঘাতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ

তিনি গোপন রেখেছিলেন । আবার, শ্বশুরের মৃত্যুর পর সে সংবাদ তিনিই সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন । কতখানি মনের জোর থাকলে, এ কাজ করা সম্ভব, তা বুঝে ওঠা সত্যিই কঠিন ব্যাপার ।

কাকিমা জানতেন, এই আচরণের জন্য তাঁকে সকলের কাছে ধিকৃত হতে হবে । কঠিন সমালোচনার সামনে পড়তে হবে । তবুও মৃত্যু-পথযাত্রী বৃদ্ধ শ্বশুরকে পুত্রশোকের হাত থেকে রক্ষা করে নিজের বিবেকের কাছে তিনি পরিষ্কার থাকতে চেয়েছেন । এর জন্য সমস্ত রকম শাস্তি গ্রহণ করতেও তিনি প্রস্তুত ।

পাঠবোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. যাক এতদিনে গিরীন খুড়োর হাড় কখানা জুড়োল । — কে একথা বলেছিলেন ?

   (ক) কাকিমা　　(গ) মা

   (খ) পিসিমা　　(ঘ) মাসীমা

2. কার বৈঠকখানায় বসে গ্রামের ভদ্রলোকেরা সুভাষ-কাকিমা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন ?

   (ক) সুরেন সরকার　　(গ) দীনেশ রায়

   (খ) মনোতোষ　　(ঘ) গিরীন খুড়ো

3. আমি তোমাকে একা আঁধারে ছেড়ে দিতে পারি না । — একথা কাকে বলা হয়েছিল ?

   (ক) দীনেশ রায়　　(গ) মনোতোষ

   (খ) সুভাষকাকা　　(ঘ) সতীশ কুণ্ডু

4. সুভাষ কাকিমাকে শুদ্ধ হবার জন্য কী করতে হবে ?

   (ক) স্নান　　(গ) কর্তব্য কর্ম

   (খ) প্রায়শ্চিত্ত　　(ঘ) ক্ষমা প্রার্থনা

5. শ্বশুরের মৃত্যুর পর সুভাষ-কাকিমা গ্রামের ভদ্রলোকদের কী দেখতে দিয়েছিলেন ?

(ক) সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল (গ) চিঠি

(খ) টাকার বাক্স (ঘ) উইল

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. সুভাষ কাকিমা কে ছিলেন ?

7. কাকিমা আর মা বাড়ি এসে কী করলেন ?

8. সুভাষ কাকিমার বাড়িতে মৃত্যুর কারণে মনোতোষের অশৌচের বালাই ছিলনা কেন ?

9. গিরীন খুড়ো প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় বেঁচে ছিলেন কেন ?

10. "মানুষজন্ম হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি" । একথা কে কাকে বলেছিলেন ?

11. সুভাষ-কাকিমা কতদিন ধরে এই দুরন্ত সংবাদটি চেপে রেখেছিলেন ?

সংক্ষেপে লেখো

12. মৃত্যু বাড়ি থেকে ফিরে এসে পিসিমা কিভাবে শুদ্ধ হলেন ?

13. সুভাষ যখন বাড়িতে ছিলেন, তখন তাকে এবং সুভাষ-কাকিমাকে দেখে লোকে কী মনে করতো ?

14. মনোতোষের কখন কলকাতায় ফেরার কথা ছিল ? কেন সে ক্লান্ত বোধ করছিল ?

15. সুভাষ-কাকিমার গর্হিত কাজটি কী ছিল ?

16. গ্রামের পথে রাত বিরেতে চলার জন্য কী দরকার হয় ?

17. গ্রামে মৃত্যু ঘটার কারণে রাতে পথ চলতে কোন্ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

18. সুভাষ-কাকিমার কাজকে কি অনাচার বলা যায় ? এ বিষয়ে তোমার নিজস্ব মতামত জানাও ।

19. সুভাষ কাকিমাকে নিয়ে গ্রামের মহিলাদের মধ্যে কী আলোচনা হচ্ছিল ? বিস্তারিত লেখো ।

20. দীনেশ রায় ও সুরেন সরকার সুভাষের স্ত্রী সম্পর্কে কী আলাপ - আলোচনা করছিলেন ?

21. গিরীন খুড়ো পুত্রবধূর সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতেন ?

22. সুভাষের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কিভাবে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার চালাতেন ?

23. সুভাষ কাকিমার দেওয়া চিঠিতে কী সংবাদ ছিল ? সতীশ কুন্ডু এ বিষয়ে স্কল্দকে কী জানালেন ? তার প্রতিক্রিয়াই বা কেমন ছিল ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য বানাও

অনাচার	মানুষ জন্ম
অসম্ভব	সাংঘাতিক
পরমায়ু	জাতি
স্বতন্ত্র	

2. নিচের শব্দগুলি থেকে তৎসম, ও তদ্ভব শব্দ বেছে নিয়ে লেখো

প্রায়শ্চিত্ত	ক্লান্ত
শেষকৃত্য	কাজ
গর্হিত	ছোঁয়া
আঁধার	ঘেন্না

3. নিচের শব্দগুলি থেকে কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়-যুক্ত শব্দ বেছে লেখো

সামাজিক	জ্বলন্ত
জীবন	কর্তব্য
অশৌচ	ছুটি
সাফাই	

জেনে রাখো

ধাতুর বা ক্রিয়ার সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তা হলো কৃৎপ্রত্যয় । কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত শব্দকে কৃদন্ত শব্দ বলে । অ, অক্, অন্ত, আনি, ই । তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি হলো কৃৎপ্রত্যয় ।

শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ করা হয়, তা তদ্ধিত প্রত্যয় । তদ্ধিত প্রত্যয়-যুক্ত শব্দ, তদ্ধিতান্ত শব্দ । অ, ইক, আই, ই, অক্, প্রত্যয়গুলি তদ্ধিত প্রত্যয় ।

আলোচনা করো

সমাজে প্রচলিত নিয়মগুলির জন্য যদি সাধারণ মানুষকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়, তবে সেই নিয়মের বিরোধিতা করা অন্যায় কিনা তা ভেবে দেখো । সামাজিক কুসংস্কারগুলি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, তার প্রতিকারের চেষ্টা করো ।

করতে পারো

প্রচলিত সংস্কারের দোষগুণ বিচার করে সেই সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক (Debate) বা ক্যুইজের (Quiz) আয়োজন করতে পারো ।